জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ দ্বারা গঠিত সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক, মগবাজার ঢাকা-১২১৭
চেয়ারম্যান # ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য # ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব # ৯৩৩৬৮৬৩
ফ্যাক্স # ৮৩৩৩২১৯, ই-মেইল: nhrc.bd@gmail.com

১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, বিরোধীদল কর্তৃক ডাকা হরতাল ও অবরোধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মন্দির ও প্রতীমা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামাত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এ আক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে, সাতক্ষীরা, যশোর, লালমনিরহাট, মাগুরা নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে অতিদ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এ হামলা নাগরিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন।এ হামলা সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে কালিমালিপ্ত করছে। এসব কর্মকাণ্ড কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা এ সহিংসতা ঘটিয়েছে/ঘটাচ্ছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রতা গ্রহণযোগ্য হবে না। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্ট করতে চায় তা এখনই রুখতে হবে।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি জনজীবনে যে আতঙ্ক ও ভীতিকর অবস্থা তৈরি করেছে তার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজসহ সকল দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব তৈরি হয়েছে। এ আতঙ্ক ও ভীতিকর অবস্থা নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারকে ঘুণ্ন করছে। নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র ও সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি শুভবোধ সম্পন্ন সকল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিকে দেশের সংকটাপন্ন অবস্থায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সকল রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতি উদ্বাত্ত আহবান জানাচ্ছে, আসুন, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বেশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনা করি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

আসুন, মানবাধিকার সুরক্ষা করি। জাতীয় সংহতি সমুন্নত রাখি।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সেলিনা হোসেন
সম্মানিত সদস্য

আরমা দত্ত
সম্মানিত সদস্য

ফাওজিয়া করিম ফিরোজ
সম্মানিত সদস্য

কাজী রিয়াজুল হক
সার্বক্ষণিক সদস্য

মাহফুজা খানম
সম্মানিত সদস্য

নিরূপা দেওয়ান
সম্মানিত সদস্য